R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

বাসোপোযোগী জায়গা বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ শহরের ফাঁসিতলা এলাকায় পণ্ডিতের বাগানের বেশ কিছুটা জায়গা প্লট করে বিক্রী করা হচ্ছে। যোগাযোগ করুন—

সনৎ ব্যানার্জী

অবসরপ্রাপ্ত পোষ্ট মাষ্টার

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা

(সি পি এম অফিসের সামনে)

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** (দাদাঠাকুর)

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন

রঘুনাথগঞ্জ :: ফোন নং-৬৬-২২৮

৮১শ বর্ষ | ৪১শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৭ই চৈত্র বুধবার, ১৪০১ সাল। ১১শে মার্চ, ১৯৯৫ সাল। | নগদ মূল্য : ৭৫ পয়সা | বার্ষিক ৩০ টাকা

তিন বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় ডাকপালের আত্মহত্যা, প্ররোচনার অভিযোগে বন্ধু গ্রেপ্তার

সাগরদীঘি : গত ২৩ ফেব্রুয়ারী এই থানার ধনপতগঞ্জ ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিসের পোষ্ট মাষ্টার অসীম চট্টোপাধ্যায় (৩৫) দারিদ্র্যের জ্বালায় আত্মহত্যা করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক কন্যা ও এক পুত্র রেখে গিয়েছেন। প্রতিদিনকার মত সেদিনও ভোরে উঠে তিনি বাথরুমে যান কিন্তু বেশ কিছু সময় কেটে গেলেও বের হয়ে না আসায়, খোঁজ করতে গিয়ে বাথরুমের ছাদের কড়ির সঙ্গে গলায় দড়ি বাঁধা অবস্থায় তাঁকে ঝুলতে দেখা যায়। জানা যায় গ্রামের সকলেই তাঁকে ভালবাসতো। বিশেষ করে কিশোর ও যুবকদের তিনি ছিলেন প্রিয় বাসুদা। তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। গ্রামবাসী সূত্রে জানা যায় সজ্জন এই মানুষটি বেশ কিছুদিন ধরে চরম দ্রারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। সেই জ্বালা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেন। (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সমস্যাজর্জর দুটি হাসপাতাল—তেঘরী ও জঙ্গিপুর

বিশেষ প্রতিবেদক : জঙ্গিপুর মহকুমার হাসপাতালগুলতে যেন রাহুর দশা চলেছে। ডাক্তার হত্যার পর থেকে সুতী থানার মহেশাইল হাসপাতালটি আজও বন্ধ। আহিরণ হাসপাতালের অর্থ তছরূপের ঘটনার আজও কোন ফয়সালা হলো না। গ্রামের বেশ কিছু হাসপাতাল ডাক্তারের অভাবে অকেজো। ওষুধপত্র নাই, চিকিৎসাও বন্ধ। কিন্তু খাতাকলমে ব্যয় হয়েই চলেছে। সে ব্যয় সঠিক হোক আর বেঠিক হোক ধরার কেউ নেই। জঙ্গিপুর হাসপাতালকে তো সমস্যার সমুদ্র বললেও কম বলা হয়। সম্প্রতি শুরু হয়েছে 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা।' পোষ্টমর্টেম করার পর যে রিপোর্ট সত্বর দেওয়া দরকার, তা দিতে ডাক্তাররা রীতিমত গড়িমসি করছেন। ফলে মার্ডার কেসগুলি কোর্টে পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে আর হয়রানী হচ্ছেন মৃতের আত্মীয়স্বজন এবং আসামীরা। জানা যায় গত ৯১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত কোন পোষ্টমর্টেমের টাকা ডাক্তাররা বিল করেও পাননি। (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জঙ্গিপুর পুরসভার একশো পঁচিশ বর্ষ পূর্তিতে উৎসব শুরু হচ্ছে

রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গিপুর পুরসভার ১২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আগামী ৭ থেকে ১২ এপ্রিল পুরসভার দু'পারেই বিভিন্ন অনুষ্ঠান হচ্ছে। উৎসবের অঙ্গ হিসাবে রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে দুটি পৃথক মঞ্চে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান, কৃতী ছাত্রছাত্রী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্বর্ধনা, বিজ্ঞানসহ পত্র-পত্রিকা ও সাহিত্যের প্রদর্শনী, পুর এলাকা সাজানো, শহরের প্রবেশদ্বারে তোরণ তৈরী, ১২৫টি গাছ লাগানো প্রভৃতি উৎসব অনুষ্ঠান চলবে টানা পাঁচদিন। এছাড়া পুরসভার পক্ষ থেকে একটি স্মারক পত্রিকাও প্রকাশ করা হচ্ছে। উৎসবের বাজেট প্রায় ১ লক্ষ টাকা হলেও, ৫০ হাজার টাকা পৌরসভা নিজস্ব তহবিল থেকে দেবে ও বাকী টাকা স্থানীয় মানুষ, ব্যবসায়ী ও পত্রিকার বিজ্ঞাপন মারফৎ সংগ্রহ করা হবে। বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিচালনার ব্যাপারে বিভিন্ন কমিটির একটি রূপরেখা তৈরী হয় গত ১৪ মার্চ পুরসভায় একটি সভা ডেকে। উৎসব কমিটির (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পুর এলাকা সম্প্রসারণ নিয়ে বি, ডি, ও ঘেরাও

ধুলিয়ান : গত ২১ মার্চ সমসেরগঞ্জ ব্লক কংগ্রেস বিভিন্ন দাবী দাওয়াসহ পুর এলাকা খেয়াল খুশি মত সম্প্রসারণের ও সীমানা নির্দিষ্টকরণ নিয়ে আপত্তি তুলে বি ডি ওকে রাত দশটা পর্যন্ত ঘেরাও করে রাখেন। এ সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা নেবার লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়ে বি ডি ও ঘেরাও মুক্ত হন। ফোনে মহকুমা শাসককে সবকিছু জানানো হলেও তিনি নাকি সেখানে যাননি।

৭০ নম্বর লকগেট ভেঙ্গে যাওয়ায় বিহারে জলের টান

ফরাক্কা : স্থানীয় বাঁধের ৭০নং লকগেটটি কয়েক মাস আগে ভেঙ্গে গেছে বলে খবর। সেটি সারাবার চেষ্টা চললেও উপযুক্ত প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন লোকের অভাব রয়েছে ফরাক্কা ব্যারেজ প্রোজেক্ট প্রশাসনে বলে খবর। এই গেট কার্যাকর করতে না পারায় দুর্বার গতিতে জল বার হয়ে পদ্মায় চলে যাচ্ছে। ফলে বিহারের চাষ জমিতে জল বহানো সম্ভব হচ্ছে না বলে বিহারের সাংসদ ও বিধায়করা অভিযোগ করেছেন।

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জি, এম মিঃ সোহলের পদোন্নতি

বিশেষ সংবাদদাতা : ফরাক্কা বৃহৎ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজারের পদোন্নতি হল। তিনি এলাহাবাদের এন টি পি সির উত্তর বিভাগের এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর পদে আগামী ২৩ মার্চ যোগ দেন। তিনি বর্তমান এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর (উত্তর বিভাগ) শ্রীজি, এস, কারালের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন। ১৯৬৭ সালে (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর বি বি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৭ই চৈত্র বুধবার, ১৪০১ সাল

।। এত বড় রঙ্গ ।।

কথায় আছে, 'খোদায় দেয় ত জোলায় দেয় না।' পশ্চিমবঙ্গ সরকার রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকে শিশুবিকাশ প্রকল্পে ১২০টি কেন্দ্র মঞ্জুর করিয়াছেন বলিয়া পঞ্চায়েত সমিতি হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য ১৫০টি কেন্দ্র মঞ্জুর হওয়ার দরকার বলিয়া আরও ৩০টি কেন্দ্রের অনুমোদন প্রার্থনা করা হইয়াছে। পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ হইতে মঞ্জুরীকৃত কেন্দ্র চালু করিবার তৎপরতা দেখা দিলেও তাহা কিছু সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে।

এই সমস্যা হইতেছে, এই কাজে একজন সর্বসময়ের অফিসারের অভাব। ফলে প্রকল্প রূপায়ণে বিলম্বিত হইতেছে। যদিচ তিনজন অফিসারকে আংশিক সময়ের জন্য কাজ চালাইতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তবু তাহা 'এভ্রিম্যানস্ বিজনেস্ ইজ নো ম্যান্স্ বিজনেস্'-এ পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ প্রয়োজনমাফিক কাজ না হওয়ার জন্য শিশুবিকাশ কেন্দ্র খোলার কাজে দেরী হইতেছে বলিয়া জানা যায়। পঞ্চায়েত সভাপতি অফিসার সংক্রান্ত গন্ডগোলের জন্য কেন্দ্র চালু বিষয়ে আলোচনা সভা ঠিকমত বসাইতে পারেন নাই।

আংশিক সময়ের জন্য ভারপ্রাপ্ত অফিসারগণ স্ব স্ব দপ্তর লইয়া ব্যস্ত থাকেন বলিয়া এই দপ্তরের কাজ তাঁহাদিগের নিকট গৌণ হইয়া পাড়িয়াছে। ফলতঃ সরকারী আদেশ ঠিকমত কার্যকর হইতে পারিতেছে না। প্রশ্ন এইখানে। যে বিষয়ে সরকার আদেশ দান করিতেছেন, তাহা রূপায়িত হওয়ার ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম থাকিবে না—ইহা সমীচীন নহে। শিশুবিকাশ প্রকল্প রূপায়ণে কেন্দ্র খুলিবার অনুমোদন দেওয়া হইল, অথচ পূর্ণসময়ের জন্য একজন অফিসার নিয়োগ করা হইল না—ইহাই বা কেমন কথা? তবে কি এই প্রকল্পের অঙ্কুরেই বিনাশ ঘটিবে?

উল্লেখিত কেন্দ্রগুলি খোলা হইলে শিশুদের জন্য নানা ঔষধ ও ভিটামিনযুক্ত খাদ্য সরবরাহ করা হইবে। অবশ্যই ইহা শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির প্রয়োজনে। সরকারী ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেক কেন্দ্রকে শিশুদের জন্য ঔষধ ও খাদ্য দেওয়া হইবে। স্থানীয় নাগরিকদের সহৃদয় দান যথা দুধ, ঘি, ডিম, প্রভৃতি কেন্দ্রসমূহে গ্রহণ করিবে। সেগুলিও শিশুপুষ্টির কারণে বিতরিত হইবে। কিন্তু এই সবকিছু ঠিকমত চালু রাখিবার জন্য সর্বসময়ের একজন অফিসারের অবশ্যই প্রয়োজন; আংশিক সময়ের অফিসারের দ্বারা তাহা হইবার নয়। সরকার আদেশ দিতেছেন অথচ তাহা কার্যকরী হওয়ার ব্যবস্থা করিতেছেন না কিংবা পঙ্গু ব্যবস্থা হইতেছে, ইহাই আক্ষেপের বিষয়। শিশুবিকাশ প্রকল্প মূলত দরিদ্র ঘরের শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু কেন্দ্র ঠিকমত চালু না হইলে দরিদ্রেরা অবহেলিত ও উপেক্ষিত হইবেন। সরকার যখন আদেশ দিতেছেন, তখন তিনি 'খোদা'-র ভূমিকায়, আর সে আদেশমত কাজের বিধি ব্যবস্থা করিতে যাঁহারা গড়িমসি করিতেছেন তাঁহারাই 'জোলা'।

সর্বপ্রাচীন জঙ্গিপুর পুরসভার ১২৫ বছরের পুরগতি সালতামামী

সম্পাদক, জঙ্গিপুর সংবাদ : সুপ্রাচীন জঙ্গিপুর পুরসভা গঠিত হয় ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১২৫ বছর আগে। ১৮৬৯ এর ১লা এপ্রিল সরকারী তত্ত্বাবধানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে উপদেষ্টা নিয়োগ করে পুরসভার কাজ তখন চালনা করা হতো। ১৮৮৪ খ্রীঃ স্বায়ত্ব শাসনের ব্যবস্থা করে তিন আইন চালু হয়। সেই অনুযায়ী ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম সিলেকটেড বডির ব্যবস্থা হয়। তখনও চেয়ারম্যান পোষ্ট চালু হয়নি বলে জানা যায়। প্রথম পুর নির্বাচন হয় ১৮৮৯ সালে। চেয়ারম্যান নির্বাচিন হন শহরের বিশিষ্ট নাগরিক কৃষ্ণবল্লভ রায় ও ভাইস চেয়ারম্যান হন জঙ্গিপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ভোলানাথ সরকার। ৪ বছর অন্তর নির্বাচন করার নিয়ম চালু হয়। তখন বড় একটা এসব কাজে কেউ এগিয়ে আসতেন না। ফলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই দুজনই ১৯০৩ পর্যন্ত একইভাবে নির্বাচিত হয়ে চলেন। পরে ১৯০৩ সালে চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হন রামযদু রায়। তাঁর আমলেই শ্মশান ঘাটের শবযাত্রীদের আশ্রয়ের জন্য টিনের শেড নির্মিত হয়, স্কুলের ছাত্রদের ঘাট পারাপারের পয়সা মকুব প্রথা চালু হয়। পুরসভার স্বর্ণযুগ বলা চলে ১৯০৬ থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত। এই সময় বালিঘাটা রেশমকুঠির ম্যানেজার এস কামেরল চেয়ারম্যান হন। তাঁর আন্তরিক কর্মপ্রচেষ্টায় পুর শহরের যথেষ্ট উন্নতি হয় এবং তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা কিংবদন্তি হয়ে আজও অনেকের মুখে মুখে ঘোরে। ১৯০৯—১৯১২ সাল চেয়ারম্যান হন তরিণীপ্রসাদ ধর। সেই সময়েই কাশাইকেন রোড তৈরী হয়। ১৯১২—১৬ ইন্দ্রচন্দ্র মুখার্জী চেয়ারম্যান হন। ১৯১৬—১৯১৯ পর্যন্ত তারিণীবাবু চেয়ারম্যান থাকাকালীন শহরে পানীয় জলের জন্য বড় বড় ইঁদারা তৈরী করা হয়। ১৯১৯ সালে নির্বাচনে কমিশনাররা একমত হতে না পারায় সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুযায়ী তৎকালীন মহকুমা শাসক লালবিহারী দাস (সরকারী নমিনী) চেয়ারম্যানের ভার পান। শেষ পর্যন্ত এক বছর পর ১৯২০ সালে আবার চেয়ারম্যান নির্বাচন হয়। ভজহরি নাথ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯২২ ঐ নির্বাচিতদের শেষ কাল পর্যন্ত তিনিই চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯২২—২৫ চেয়ারম্যান দ্বিজপদ চ্যাটার্জী, ১৯২৫—২৮ আশুতোষ সরকার, ১৯২৮—৩২ দ্বিজপদ চ্যাটার্জী, ১৯৩২—৩৫ ডাঃ কিশোরীমোহন সিং, ১৯৩৫—১৯৩৯ দ্বিজপদ চ্যাটার্জী, ১৯৩৯—৪৪ কালীচরণ সিংহ। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁর মৃত্যু হওয়ায় তিন মাসের মাথায় চেয়ারম্যান হন হাউসতুল্লা সেখ। ১৯৪৪—৪৭ কুবেরচাঁদ হালদার। তিনি এম এল এ হয়ে চলে যাওয়ায় পরবর্তী শেষ সময়টুকুর জন্য ৪৭—৪৮ এই এক বছর ছিলেন রোহিণীকুমার রায়। ১৯৪৮—৫২ মুক্তিপদ চ্যাটার্জী। এর পর প্রতিটি নির্বাচনে জয়ী হয়ে মুক্তিপদ চ্যাটার্জী ১৯৬৪ পর্যন্ত চেয়ারম্যান পদে থাকেন। ১৯৬৪—৬৮ প্রাণগোপাল চ্যাটার্জী। ১৯৬৮ থেকে এক নাগারে ৭৯ সাল পর্যন্ত ডাঃ গৌরীপতি চ্যাটার্জী চেয়ারম্যান থাকেন। ১৯৭৯ এর আগষ্টে সরকারী আদেশনামা নং ৬৮৩/সি-৪/এম আই/এম-৪৭/৭৯ তাং ১৭ আগষ্ট ১৯৭৯ বলে পুরসভা অধিগৃহীত হয় এবং নমিনেটেড বডিতে প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য ও ভাইস প্রেসিডেন্ট হন নিমাই সেনগুপ্ত। এঁদের কার্যকালেই জল সরবরাহের জন্য জলাধার পরিকল্পনা মঞ্জুর হয়। ১৯৮১তে নির্বাচন হলে চেয়ারম্যান হন হরিপ্রসাদ মুখার্জী। ভাইস চেয়ারম্যান হন পরমেশ পান্ডে। ১৯৮২তে পরমেশ পান্ডে পদত্যাগ করলে হরিপ্রসাদের বিরুদ্ধে অনাস্থা আসে এবং মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৮২ এর ২৬ জুলাই আবার ভাঙ্গন। ফলে ফিরে এলেন হরিপ্রসাদ চেয়ারম্যান হয়ে। তাঁর মৃত্যু হল ১৯৮৫ এর ২৫ মে। এর পর যা হয়েছে তা একরূপ সকলের জানা তাই এইখানেই তামামী বন্ধ রাখলাম।

আভিজাত্যপূর্ণ কার্ডের
একমাত্র প্রতিষ্ঠান

কার্ড'স্ ফেয়ার

রঘুনাথগঞ্জ

দেবেন্দ্রনারায়ণ সরকার দাতব্য চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন

অরঙ্গাবাদ ঃ গত ২ মার্চ সুতী থানার কোন্দলিয়া শ্রীরামপুর গ্রামের দেবেন্দ্রনারায়ণ সরকার দাতব্য চিকিৎসালয়ের বহির্বিভাগ উদ্বোধন করলেন মহকুমা শাসক দেবব্রত পাল। খবর, জার্মান প্রবাসী বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ নবেন্দু সরকার তাঁর পিতার জন্মস্থানে পিতৃস্মৃতি রক্ষার্থে এই দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। স্থানীয় জনগণের সমাবেশে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন দহরপাড় ইউথ কয়ারের শিল্পীবৃন্দ। প্রধান অতিথি ছিলেন সুতী ২নং ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আবু তাহের আলী। অছি পরিষদের পক্ষে সকলকে স্বাগত ও ধন্যবাদ জানান পরিষদের কোষাধ্যক্ষ অরঙ্গাবাদ দুঃখুলাল নিবারণচন্দ্র কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

মাদ্রাসার সাহায্যদানে ধর্মীয় জলসা

ধুলিয়ান ঃ স্থানীয় ডাকবাংলা মোড়ে অবস্থিত জামেআ রহমানিয়া মাদ্রাসার উন্নতিতে সাহায্য করতে গত ১২—১৩ মার্চ এক ধর্মীয় জলসা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন মুসলিম জ্ঞানীগুণীরা যোগ দেন। সম্মেলনে যে অর্থ সংগৃহীত হয় তা এই মাদ্রাসার জন্য খরচ করা হবে বলে ঠিক হয়। বর্তমানে এখানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৬২৫ জন ও শিক্ষক অশিক্ষক কর্মী সংখ্যা ৩৩ জন। তাঁদের জন্য বছরে প্রায় ৪ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। ছাত্রছাত্রীদের হোস্টেল ইত্যাদি পরিচালনা করার জন্য যে পরিকল্পনা রয়েছে তাতেও কয়েক লক্ষ টাকা বাৎসরিক প্রয়োজন হবে।

জায়গা বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ বাগানবাড়িতে বসতজমি কাঠামত প্লট হিসেবে বিক্রী হচ্ছে। যোগাযোগের স্থান—**বিকাশ ধর, 'মৌমিতা'** (রেডিমেড পোষাকের দোকান) বাগানবাড়ী, রঘুনাথগঞ্জ ফোন ঃ ৬৬২৪৯

বাস ডাকাতির দুইজন দুষ্কৃতি ধৃত

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ গত ১৪ মার্চ কলকাতা—রায়গঞ্জ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনের বাসে (নং ডাব্লু ৬৩/০৪২৫) কিছু দুষ্কৃতি লুটপাট চালায়। কালিয়াচক ও সুতি থানার যৌথ উদ্যোগে তদন্তে মালদা সুজাপুরের সাহারুল বিশ্বাস (২২) ও নাজিমুল আনসারী (২১) ধরা পড়ে।

হারাইয়াছে

জঙ্গিপুর গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ফিক্সড্ ডিপোজিট সার্টিফিকেট R.I.P. 1508/72/93 (সার্টিফিকেট পাতার নং 19719) আমার নামে ছিল তাহা হারাইয়া গিয়াছে। কোন সহৃদয় ব্যক্তি পাইয়া থাকিলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। ইতি—

পানফুল বিবি
প্রযত্নে বুনিয়াদ সেখ
গ্রাম নয়া মুকুন্দপুর,
পোঃ দয়ারাপুর (মুর্শিদাবাদ)

।। জঙ্গিপুর পুরসভা ।।

১২৫ বছর পূর্তি হলো (১৮৬৯—১৯৯৫)

সেদিন থেকে এদিন

ঘোষণা

স্বায়ত্ব শাসন আইনানুযায়ী জঙ্গিপুর পুরসভা গঠিত হল
১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ—চেয়ারম্যান বাবু

সরকার দিল স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার।
সেদিন থেকে শুরু হলো বাবুদের কালচার ।।

এদিন—এক তৃতীয়াংশ প্রতিনিধি মহিলা

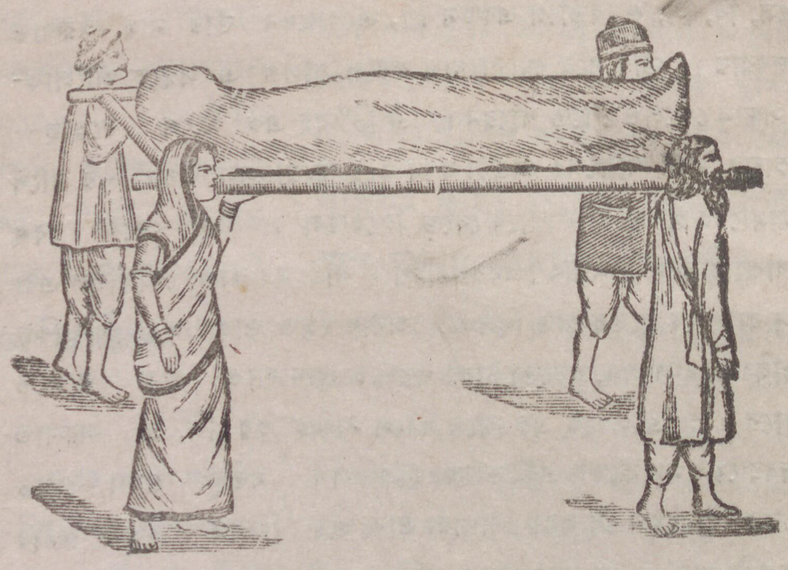

বঞ্চিতা মহিলাদের মিটলো মনের সাধ।
সকল কাজে শব বহনেও দিতে পারবে কাঁধ ।।

এদিন—আসছেন চেয়ার ওয়োম্যান

কুড়ির মধ্যে সাত মহিলা অংশ একের তিন।
চেয়ার ওয়োম্যান আসছে এবার বড়ই খুশির দিন ।।

ডাকপালের আত্মহত্যা (১ম পৃষ্ঠার পর)

আত্মহত্যার পূর্বে বাসুবাবু তাঁর স্ত্রীকে একখানি চিঠি লিখে যান তার হুবহু জেরক্স কপি আমাদের দপ্তরে সংগৃহীত হয়েছে। সেই পত্রে তিনি তিনজনকে তাঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী করে গিয়েছেন। পুলিশ সেই সূত্র ধরে তিন নম্বর ব্যক্তি 'কানু' ওরফে প্রিয়রঞ্জন ব্যানার্জীকে (বর্তমানে রামপুরহাট হাই স্কুলের শিক্ষক) গ্রেপ্তার করে জঙ্গিপুর কোর্টে এক মামলা দায়ের করেছেন। কেস নং সাগরদীঘি পি, এস, কেস নং ২৯/৯৫ তাং ৯-৩-৯৫। ধারা ৩০৬ আই, পি, সি। বাকী দুজনের নাম যা বাসুবাবুর চিঠিতে উল্লেখ রয়েছে তাতে জানা যায় ১নং ভাটুদা, ২নং অরুণাভ দেবরায় পি, এ। মৃত, স্ত্রীকে লিখেছেন 'তোমাদের প্রতি আমার যে কর্তব্য ছিল তা পালন করতে দিলো না মাত্র তিনজন লোক, ১) ভাটুদা ২) অরুণাভ দেবরায় ৩) ঈতর হারামজাদা কানু। তোমার জানা আছে ভাটুদা ও অরুণাভ দেবরায় (পি, এ,) দের বিশ্বাসঘাতকতা আমরা কিভাবে সামাল দিয়েছিলাম, তোমার গয়না ও জমি বিক্রি করে.....'। পুলিশ তদন্ত এখনও চলছে। মামলা শুরুও হয়েছে। মামলাধীন কেস সম্বন্ধে মন্তব্যে আমরা বাধ্য হয়েই বিরত থাকলাম। তবে একটা সন্দেহ থেকেই যায় যে এই তথাকথিত 'ভাটুদা' কে? সেটা পুলিশ খুঁজে বার করতে পারলে এবং অরুণাভ দেবরায় (পি, এ) সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালালে এই রহস্যের সমাধান সম্ভব বলে গ্রামের মানুষের ধারণা। বাসুবাবু যখন শাখা পোষ্ট অফিসের পোষ্ট মাষ্টার তখন স্বভাবতই পি, এ বলতে তিনি পোষ্ট অফিসের পি, এ বোঝাতে চেয়েছেন বলেই আমাদের ধারণা। আমরা যতদূর জানি রঘুনাথগঞ্জ বড় ডাকঘরের এস, বি, সি, ও বিভাগে একজন পি, এ আছেন তাঁর নাম অরুণাভ দেবরায়। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলে পুলিশ এ সম্বন্ধে আলোক-সন্ধান পেলেও পেতে পারেন। ঐ চিঠিরই এক অংশে রয়েছে—'কানুর পোষ্ট আফসের কাজটা যখন করে দিয়েছিলাম তখন ওর সাথে আমাদের হৃদ্যতা ভীষণভাবে বেড়ে গিয়েছিল'। এর থেকে বেশ বোঝা যায় কানু অর্থাৎ প্রিয়রঞ্জন পোষ্ট অফিসের কাজ পেয়েছিল এবং সে ব্যাপারে মৃতের হাত ছিল। অর্থাৎ মৃত ডাকপাল বেশ কিছু তদ্বির করেলিলেন, হয়তো টাকা পয়সার লেনদেনও হয়ে থাকতে পারে এবং এইসবকে এক সাথে ধরলে সন্দেহ হয় পি, এ অরুণাভ দেবরায়ের মারফতেই এই তদ্বির হয়েছিল। যতদূর জানা গেছে তাতে প্রিয়রঞ্জন সে সময় বোথারা ডাক ঘরে বিভাগ বহির্ভূত কর্মীর চাকরী পান। সে সময় কোন বেনিয়ন বা টাকা পয়সার লেনদেন হয়েছিল কিনা সেটা ডাক বিভাগই তদন্ত করলে জানতে পারবে। আমরা মনে করি ডাক বিভাগেরও এ ঘটনায় একটা দায়িত্ব রয়ে যাচ্ছে। সে কারণেই ডাক বিভাগের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষেরও এ ঘটনা নিয়ে একটা তদন্ত করে প্রকৃত রহস্য বার করা দরকার। ই, ডি নিযুক্তি নিয়ে বেশ কিছুকাল ধরে টাকা পয়সা লেনদেন অভিযোগ রয়েছে। সম্প্রতি বেলডাঙ্গার কেদার চাঁদপুরের ই, ডি নিয়োগ নিয়ে টাকা পয়সার ঘটনায় ডাক বিভাগ থেকে পরিদর্শক গৌতম তরফদার সাময়িকভাবে বরখাস্তও হয়েছেন বলে জানা যায়। ধনপতগঞ্জের ঘটনাতেও এ ধরনের কিছু হয়ে থাকা অসম্ভব নয় এবং সে ঘটনায় অরুণাভ দেবরায় এর যোগাযোগও থাকতে পারে এবং সে ব্যাপারে মৃত টাকা-পয়সা যোগাড় করতেই জমি ও গয়না বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

১২৫ বর্ষ পূর্তি উৎসব (১ম পৃষ্ঠার পর)

সভাপতি পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য স্বয়ং এবং আহ্বায়ক কমিশনার গৌতম রুদ্রকে। উৎসবের দিনগুলিতে পৌরমন্ত্রী এবং ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন বলে পুরপতি জানান। পুরপতি আরও জানান, জঙ্গিপুর পুর এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ অনেকদিন আগে থেকেই শুরু হয়েছে এবং আগামী দিনগুলিতে তা শেষও হবে।

দুটি হাসপাতাল (১ম পৃষ্ঠার পর)

৯১—৯২ সালেই নাকি পাওনা রয়েছে প্রায় সাড়ে সাত হাজার টাকা। এর মূলে নাকি এস, পি অফিসের গাফিলতি এ কথা ডাক্তারদের সূত্রে জানা যায়। অন্যদিকে রঘুনাথগঞ্জ ২-ব্লকের তেঘরী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সমস্যা বাড়িয়ে তুলেছেন সেখানকার প্রশাসন কর্তারা। তাঁদের অবহেলায় কর্মীরা নিজেদের খেয়াল-খুশিমত অফিস আসেন যান। বড়শিমূলের মহিলা ফিল্ডওয়ার্কার মিঠু সিং প্রায় ছ'মাস ঐ এলাকার কোথাও যান না বলে অভিযোগ উঠেছে। এমন কি তিনি স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও আসেন না। তাঁর এই অন্তর্ধান রহস্য নাকি কর্মকর্তারাও জানেন না। শোনা যায় মিঠুর মা মেয়ের খোঁজ করতে হাসপাতালে এলে কোন কর্মী নাকি তাঁর খোঁজ দিতে পারেন না। কিন্তু বিস্ময়ের কথা অপর এক ফিল্ডওয়ার্কার রহমান সেখ নাকি অথারাইজের বলে মিঠুর বেতন মাসে মাসে তুলে নিচ্ছেন।

মিঃ সোহলের পদোন্নতি (১ম পৃষ্ঠার পর)

মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রাজুয়েট শ্রীসোহল এন টি পি সির বিভিন্ন পদে কর্মরত থেকে ফরাক্কা বৃহৎ তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের জি, এম হন। তাঁর কর্মপরিচালনায় ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিশাল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তাঁরই তত্ত্বাবধানে এখানে দুটি ৫০০ মেগাওয়াট ইউনিট সচল হয়। বর্তমানে এই প্রকল্পের ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ১৬০০ মেগাওয়াট। বাৎসরিক প্ল্যান্ট লোড ফ্যাক্টর ১৯৮৯—৯০ সালের ৫৩.৪৯% থেকে ১৯৯৩—৯৪ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৬৮.০২% এ। তাঁর সক্রিয় পরিচালনায় এ বছরেই মার্চের মধ্যে প্ল্যান্টলোড ফ্যাক্টর ৮০% পার হয়ে যাবে। ১৯৭৭ সালে এই প্রকল্পে যোগ দেওয়ার আগে শ্রীসোহল ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যাল লিমিটেডে এক যুগের মত কাজ করেন এবং বেশকিছু থার্মাল পাওয়ার ষ্টেশনের পত্তন করেন।

বিজ্ঞপ্তি

বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতন

ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয়

জঙ্গিপুর : মুর্শিদাবাদ

১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য ফর্ম দেওয়া হচ্ছে। তিন হতে ছয় বৎসরের শিশুদের নার্শারী, প্রিপারেটরী ও কেজি ক্লাসে ভর্তি করা যায়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

১। জোতকমল জুনিয়ার হাই স্কুল।
গ্রাম : জোতকমল।

২। রঘুনাথগঞ্জ কলেজ হাই স্কুল। (পুরাতন ভবন)
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ।

সময় সকাল ৮টা থেকে ৯টা।

ডি, নাথ
ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক

১৫-৩-৯৫

জায়গা বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ শহরের পুরাতন মরাকাটা ঘরের অতি নিকটেই একটি জায়গা (তিন দিকে রাস্তা) বিক্রী হচ্ছে—

যোগাযোগ করুন—শ্রীসনৎ ব্যানার্জী, অবসরপ্রাপ্ত পোষ্ট মাষ্টার
(সি পি এম অফিসের সাম.ন)
রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।